ইন্টারনেটে প্রতারণা থাকতে হবে সতর্ক

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

ইন্টারনেটে প্রতারণা কি?

ইন্টারনেটে প্রতারণা আর দশটি প্রতারণার মতোই। শুধু পার্থক্য হলো, এ ক্ষেত্রে মাধ্যম (Tool) হিসেবে ব্যবহার হয় ইন্টারনেট। ইন্টারনেটে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ব্যক্তিগত, আর্থিক বা সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা প্রতারিত করাকে আমরা ইন্টারনেটে প্রতারণা হিসেবে দেখতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ার সেই বিখ্যাত ফেক ই-মেইল (http://www.419eater.com/html/419faq.htm)। যিনি ৩০ মিলিয়ন ডলার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য দেশে সরানোর জন্য সাহায্য চেয়ে প্রথমে মেইল পাঠান। কেউ তার ফাঁদে পা দিলে পরে সে ধাপে ধাপে তার কাছ থেকে টাকা নেয়। যখন ভিকটিম বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত, তখন তার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

আরেকটা উদাহরণ হতে পারে ইন্টারনেটে লটারি জেতা। এটাও একটা বিশাল প্রতারণা। এ বিষয়ে বাংলাদেশে একটা নাটকও হয়েছিল। আমাদের দেশে অবশ্য এটা মোবাইল ভার্সনে বেশ জনপ্রিয়। এ ক্ষেত্রে ভিকটিম মোবাইলে মেসেজ পান যে তিনি লাকি উইনার, তিনি একটা মোটরসাইকেল জিতেছেন। তবে তাকে কোনো বিশেষ নম্বরে ১০০ বা ২০০ টাকা রিচার্জ করতে হবে। বাংলাদেশে অনেকেই এই ধরনের প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

কী কী ধরনের প্রতারণা হতে পারে

যে ধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটতে পারে তাকে আমরা মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

০১. ব্যক্তিগত : এ ক্ষেত্রে ভিকটিমের ব্যক্তিগত ছবি বা মোবাইল নম্বর অথবা গোপনীয় কোনো তথ্য ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দেন। যার ফলে ভিকটিম ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন : মানসিক আঘাত।

০২. আর্থিক ক্ষতি : এ ক্ষেত্রে ভিকটিম আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন : ভুয়া চাকরির বিজ্ঞাপন এবং চাকরিতে আবেদনের জন্য ২০০-৫০০ টাকার ড্রাফট দিতে বলা।

০৩. সামাজিক ভাবমূর্তি : কোনো লোকের কোনো গোপনীয় তথ্য ইন্টারনেটে প্রকাশের কারণে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া।

০৪. ই-মেইল অ্যাড্রেস স্প্যামারকে দেয়া : কোনো সার্ভিস দেয়ার কথা বলে ই-মেইল অ্যাড্রেস নিয়ে পরে তা স্প্যামারদের কাছে বিক্রি করে দেয়া।

০৫. মানুষের সহানুভূতিকে পুঁজি করে উপার্জনের জন্য মিথ্যা অসুখ, অমানবিক নির্যাতনের কথা সাইবার স্পেসে উপস্থাপন ও এ সংক্রান্ত জাল ও তৈরি করা প্রমাণ প্রদর্শন।

০৬. কপিরাইট ছিনতাই : অন্যের ব্লগ পোস্ট/লেখা/মৌলিক অনলাইন কনটেন্ট যেমন : অডিও, ভিডিও ও ফটো নিজের নামে চালানো এবং লেখকের নাম ও তথ্যসূত্র হিসেবে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক না দেয়া।

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে কী আছে?

২০০৬ সালে বাংলাদেশে সাইবার আইন প্রণয়ন করা হয়। এটি সাধারণত 'The Information and Communication Technology Act 2006' নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে কী কী প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে

বাংলাদেশে মোটামুটি কমবেশি প্রায় সব ধরনের ইন্টারনেট প্রতারণার ঘটনাই ঘটেছে বা ঘটছে। তবে ইদানীং বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইটের নামে প্রতারণাই সবচেয়ে বেশি আলোচিত। বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট যেমন : ডুল্যান্সার, স্ক্রিপ্টল্যান্সার বা সাইটটকের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে বিশেষ করে মেয়েদের গোপনীয় ছবি মোবাইল বা ভিডিও ওয়েবে প্রকাশ করা নিয়েও অনেক আলোচনা হচ্ছে। অনেক ছেলে ইন্টারনেটে বিশেষ করে ফেসবুকে মেয়ের নামে প্রোফাইল খুলে অনেককে প্রতারিত করছে। আবার অনেক মেয়েও ইন্টারনেট ডেটিংয়ের নামে অনেক ছেলের কাছ থেকে টাকাপয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে টাকাপয়সা মূলত মোবাইল রিচার্জের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ধারা ৫৪-তে বলা আছে,

জ. ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত, কোনো পণ্য বা সেবা বিপণনের উদ্দেশ্যে, স্প্যাম উৎপাদন বা বাজারজাত করেন বা করবার চেষ্টা করেন বা অযাচিত ইলেকট্রনিক্স মেইল প্রেরণ করেন,

ঝ. কোনো কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করে কোনো ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বাবদ ধার্য চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করেন বা করবার চেষ্টা করেন,

তাহলে উক্ত কার্য হবে একটি অপরাধ।

কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করলে তিনি অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৫৭-তে বলা আছে,

ইলেকট্রনিক ফর্মে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড : (১) কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনের অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে তার এ কার্য হবে একটি অপরাধ।

কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ধারা ৬৩-তে বলা আছে,

গোপনীয়তা প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও তার দণ্ড : (১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকলে, কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা প্রণীত বিধি-প্রবিধানের কোনো বিধানের অধীন কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্র যোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত হয়ে, সংশ্লিষ্ট ▸

ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্র যোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেন তাহলে তার ওই কার্য হবে একটি অপরাধ।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করলে তিনি অনধিক দুই বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ফ্রিল্যান্সিং না প্রতারণা?

এ বিষয়টি আলাদাভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো, ইদানীং ফ্রিল্যান্সিং আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বেকার তরুণ সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। দেশও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি এই সুযোগে মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক টাকাপয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে এসব সাইটে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার আগেই রেজিস্ট্রেশনের নামে বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং কমিশন প্রথার মাধ্যমে নতুন নতুন ক্রেতা ধরা হচ্ছে, যার সাথে মূল ধারার ফ্রিল্যান্সিং কোনোভাবেই যায় না। এ ক্ষেত্রে আগ্রহী পাঠকেরা এ বিষয়ে আমার আরেকটি লেখা পড়তে পারেন (রহস্যময় ডুল্যান্সার ও ফ্রিল্যান্সিং, কমপিউটার জগৎ, ফেব্রুয়ারি, ২০১২)।

আমাদের কী করণীয়?

০১. প্রথমেই বলব সতর্ক হতে। ইন্টারনেটের দুনিয়াতে একটি রুল অব থাম হলো, যা কিছু অবিশ্বাস্য মনে হবে তাকে প্রথমত অবিশ্বাস করা এবং ভালোভাবে যাচাই করে নেয়া। যেমন : কেউ ১০ লাখ টাকার লটারি জিতছে বলে মেইল বা এসএমএস পেলে প্রথমেই সতর্ক হতে হবে এবং যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে।

০২. কোনো ওয়েবসাইটের জাঁকজমক দেখে বিভ্রান্ত না হওয়া। ওয়েবসাইটে দেয়া ফিজিক্যাল লোকেশনে খোঁজ নেয়া। কোনো ল্যান্ডফোন থাকলে তাতে ফোন দিয়ে নিশ্চিত হওয়া।

০৩. ইন্টারনেটে ওই সাইট বা ব্যক্তি সম্পর্কে রিভিউ পড়া বা কেউ কোনো মন্তব্য করেছে কি না তা দেখা। তবে এ ক্ষেত্রে আপনি নিজে প্রতারিত হলে তা ইন্টারনেটে জানানো উচিত, তাহলে অন্যরা প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন।

০৪. কোনো পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সাথে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বা ছবি বা ভিডিও শেয়ার না করা। ইন্টারনেটে কোনো কিছু একবার পোস্ট করার আগে কয়েকবার ভেবে নেয়া, কারণ ইন্টারনেটে কোনো কিছু একবার প্রকাশ করে দিলে তা আর রোল ব্যাক করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে এই ভিডিওটি দেখা যেতে পারে (http://www.youtube.com/watch?v=H5XZp-Uyjsg)।

০৫. বাসার ছোটদেরকে বিশেষ করে টিনেজারদেরকে ইন্টারনেটের বিভিন্ন থ্রেট সম্পর্কে জানানো উচিত তাদের বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে।

০৬. সংশ্লিষ্ট আইনগুলোকে আরও হালনাগাদ করা, বিশেষ করে অপরাধ প্রমাণের বিষয়গুলো। সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করাও জরুরি।

০৭. সাইবার থানা এবং জাতীয় সাইবার ক্রাইম সেল গঠন। যাতে ভিকটিম খুব সহজে আইনী সহায়তা পেতে পারেন এবং এই ধরনের অপরাধ করলে অপরাধীকে ধরার টেকনিক্যাল সক্ষমতা থাকে।

০৮. বিভিন্ন ব্লগ ও ওয়েবসাইটের মডারেটর ও অ্যাডমিনদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

উপসংহার

দিন দিন আমাদের নেটে উপস্থিতি বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনাও। তাই এ বিষয়ে সবাই বিশেষ করে সরকার, মিডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও নজর দেয়া উচিত। আর আমাদের সবার উচিত আরও বেশি সতর্ক হওয়া।

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com